দৈনিক সংবাদ

14

তারিখ 13 JUL 1996
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৪

ঢাকা মেডিক্যালে ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার দাবী

ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ ছাত্র সংসদ শুক্রবার এক বিবৃতিতে বলেছে, আসন্ন ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ ছাত্র সংসদ (ঢামেকসু) নির্বাচন বাতিল করার হীন উদ্দেশ্যে ছাত্রলীগ (শা-পা) ১০ জুলাই কলেজ ক্যাম্পাসে সন্ত্রাস চালায়।

বিবৃতিতে তারা অভিযোগ করে বলেন,

(৪-এর পৃঃ ৫-এর কঃ দ্র)

ঢাকা মেডিক্যালে ছাত্র

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

স্বাস্থ্যমন্ত্রীর সরাসরি নির্দেশে কলেজ কর্তৃপক্ষ ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করেছেন। এর পরদিনই কলেজ প্রশাসন ক্যাম্পাসে ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। বিবৃতিতে তারা অভিযোগ করেন, ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ করে এখানে 'বাকশালী শাসন' কায়েম করার লক্ষ্য বাস্তবায়ন করতে চাওয়া হচ্ছে। তিনি বলেন, ছাত্রলীগ জানে তারা কোন অবস্থাতেই আসন্ন ঢামেকসু নির্বাচনে বিজয়ী হতে পারবে না। তাই তারা নির্বাচন বানচালের জন্য সর্বশেষ অস্ত্র প্রয়োগ করে কলেজে ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ করিয়েছে।

তারা বলেন, দেশের সচেতন ছাত্ররা সবগুলি মেডিক্যাল কলেজে ছাত্রলীগকে প্রত্যাখ্যান করেছে, যার ফলে আজ সারাদেশের মেডিক্যাল কলেজগুলিতে ছাত্রদল ক্ষমতাসীন। তারা বলেন, স্বৈরাচারী এরশাদও চেয়েছিলেন ঢাকা মেডিক্যাল কলেজসহ অন্যান্য মেডিক্যাল কলেজে ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ করতে। কিন্তু সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা তা সফল হতে দেয়নি। তারা অভিযোগ করেন, পুনরায় নির্বাচন হবার আগেই ঢামেকসু বাতিল করা হয়েছে। অথচ ঢামেকসুর ভিপি, জিএস, একাডেমিক কাউন্সিলের সদস্য—তাদের সঙ্গে কোন আলোচনা ছাড়াই ঢামেকসু নির্বাচন বাতিল ও কলেজে ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।

বিবৃতিতে ছাত্র সংসদ নেতৃবৃন্দ এর তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে আগামী ৪৮ ঘন্টার মধ্যে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ খোলা, ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার ও ঢামেকসু নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার দাবী করেন।

বিবৃতিতে তারা বলেন, সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের অধিকার আদায়ে বর্তমান ঢামেকসু ও ছাত্রদল আন্দোলন করে যাবে, যার পরিণাম শুভ হবে না।

ডাকসুর নিন্দা ও প্রতিবাদ

ডাকসু ভিপি আমান উল্লাহ আমান এমপি, জিএস খায়রুল কবির খোকন শুক্রবার এক বিবৃতিতে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধের তীব্র প্রতিবাদ করেছেন।

বিবৃতিতে তারা বলেছেন, কিছুদিন আগে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করা হয়। আগামী ২৫ জুলাই ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে নির্বাচন অনুষ্ঠানের কথা। কিন্তু ছাত্রলীগ (শা-পা) নির্বাচনে তাদের পরাজয় আঁচ করতে পেরে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে। এতে তাদের সহায়তা করে পুলিশ ও প্রশাসন।

বিবৃতিতে তারা অবিলম্বে কলেজ খুলে দিয়ে ছাত্রছাত্রীদের পড়ালেখার পাশাপাশি রাজনৈতিক সচেতনতা অর্জনের লক্ষ্যে ছাত্র রাজনীতি শৃংখলমুক্ত করার আহবান জানান। পাশাপাশি কলেজ ক্যাম্পাস থেকে সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার ও শাস্তির দাবী করেন।

ছাত্রদল

ছাত্রদলের সভাপতি ফজলুল হক মিলন, সাধারণ সম্পাদক নাজিমউদ্দীন আলম, ঢাকা মহানগর সভাপতি নাসিরউদ্দীন পিন্টু, সাধারণ সম্পাদক সাইফুল আলম নীরব, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি এ বি এম মোশারবুফ হোসেন, সাধারণ সম্পাদক মনির হোসেন, দফতর সম্পাদক মোঃ বসিরউদ্দীনসহ ছাত্রদলের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মী ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ বন্ধ ও ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধের তীব্র প্রতিবাদ করেছেন। বিবৃতিতে অবিলম্বে তারা কলেজ খুলে দেয়া ও ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের দাবী করেন।

ছাত্রফ্রন্ট

সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্টের সভাপতি মোঃ নুরুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক সাইদুর রহমান তপন এক বিবৃতিতে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধের প্রতিবাদ জানিয়েছেন। বিবৃতিতে তারা বলেন, সন্ত্রাসী দলগুলোর সন্ত্রাসের দায়দায়িত্ব গোটা ছাত্রসমাজের ওপর চাপিয়ে দিয়ে ছাত্রছাত্রীদের সংবিধান স্বীকৃত মৌলিক অধিকার খর্ব করার জন্য সারাদেশে ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ করার চক্রান্ত দীর্ঘদিন থেকে চলছে। ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত এই চক্রান্তেরই অংশ।

বিবৃতিতে তারা অবিলম্বে কলেজ খুলে দিয়ে ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের আহবান জানান।